ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

NEWS সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ একই সিনেমায় দুই রণবীরের সঙ্গে দীপিকা
পৃঃ ৫

যুক্তরাষ্ট্রে যে পুরস্কারের জন্য ▶▶ মনোনীত হলেন মেসি
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৫ ● কলকাতা ● ১৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শিন্ডেদের দলবদল বৈধ কি?

সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে চিন্তা বাড়ল একনাথ সরকারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন সরকারের বয়স দেড় বছর হতে চলল। অথচ শিবসেনা ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক পরিষদীয় গোষ্ঠী তৈরির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কিনা সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার।এর আগে সুপ্রিম কোর্ট শিন্ডে সরকারের বৈধতা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করেছে। শিন্ডেকে সরকার গড়তে দিয়ে ততকালীন রাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়ারির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না বলে সর্বোচ্চ আদালত জানায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে আগেই পদত্যাগ করায় তাঁকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারেনি আদালত। ফলে সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর গদি টিকে যায় শিন্ডের।সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নির্দেশ দিয়েছেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্পিকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এর আগে একাধিকবার স্পিকারকে আদালত বলেছিল অনির্দিষ্টকাল বিষয়টি ফেলে না রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু স্পিকার বিষয়টি বারে বারে এড়িয়ে গিয়েছেন। সোমবার সর্বোচ্চ আদালত সময় বেঁধে দেওয়ায় বিতর্কটি নয়া মাত্রা পেল।

ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, শিন্ডের জন্য স্পিকারের

এরপর ৩ পাতায়

অন্তর্কলহে ফাটল চওড়া ইন্ডিয়া জোটে!

ওমরের গলায় হতাশার সুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসন ভাগ নিয়ে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে। ঘটনাচক্রে এই দুই শিবিরই আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল। ফলে চিড় ধরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বিজেপি বিরোধী এই জোটে। যা নিয়ে হতাশার সুর শোনা গেল ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লার গলায়।কমলনাথের সেই মন্তব্যে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন অখিলেশ যাদব। তাঁর স্পষ্ট কথা, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে কংগ্রেসকে মনোভাব স্পষ্ট করতে হবে। তাঁর ইঙ্গিত, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের এই 'দাদাগিরি'র প্রভাব পড়বে লোকসভা নির্বাচনেও। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি একাই ৮০ আসনে লড়ার জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির অন্তর্কলহে ফাটল চওড়া হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটে। যা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ইন্ডিয়া জোট এখনও অতটা শক্তিশালী নয়। কিছু অভ্যন্তরীণ কোন্দলের প্রভাব পড়ছে জোটে। যা একেবারেই কাম্য নয়। বিশেষ করে যেখানে ৪-৫টি রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন। যেভাবে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে তা উচিত নয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দুই দলই চাইছে উত্তরপ্রদেশে সব কটি আসনে লড়তে। যা ইন্ডিয়া জোটের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গেলে আমরা আবার বৈঠকে বসতে পারি। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব একযোগে কাজ করার।'বলে রাখা ভালো, মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী ছিল সমাজবাদী পার্টি । সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব ২৩০ আসনের মধ্যে ৬টি আসনে

এরপর ৩ পাতায়

ফুলবদল রুখতে ব্যর্থ শুভেন্দু,

দলেই ভূমিকার মূল্যায়ণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঢাক ঢোল পিটিয়ে মেদিনীপুরের সভা থেকে অমিত শাহের হাত ধরে একুশের ভোটের আগে ২০২০'র ১৯ ডিসেম্বর বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।পদ্ম শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের তীব্র আশা ছিল, শুভেন্দুর হাত ধরেই তৃণমূল ভাঙিয়ে বাংলার মাটিতে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যাবে।বঙ্গ বিজেপির একাংশের অভিমত, দলের বিধায়কদের আগলে রাখার দায়িত্ব পরিষদীয় দলনেতার। কিন্তু বঙ্গ বিজেপির বিধায়কদের একটা বড় অংশের সঙ্গে শুভেন্দুর দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কেননা, বিরোধী দলনেতা মুষ্টিমেয় কিছু বিধায়ককে নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করেছেন। সংশ্লিষ্ট ওই ঘনিষ্ঠরা ছাড়া বাকিদের সঙ্গে শুভেন্দুর এখন কোনও সমন্বয় নেই বললেই চলে। আর সেই সুযোগে তৃণমূলের তরফে পদ্মপার্টির 'অবহেলিত' বিধায়কদের বেছে বেছে টার্গেট করে টেনে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। পদাধিকার বলে পরিষদীয় দলের সদস্যদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ তাঁর শোনা উচিত। কিন্তু বিরোধী দলনেতার প্রভাব-প্রতিপত্তির ধারে কাছেও নেই রাজ্য সভাপতি। তাই স্রেফ দর্শক হয়ে পরিষদীয় দলের ভাঙন দেখতে হচ্ছে তাঁকে। বিধায়ক ভাঙন রুখতে বিরোধী

এরপর ৩ পাতায়

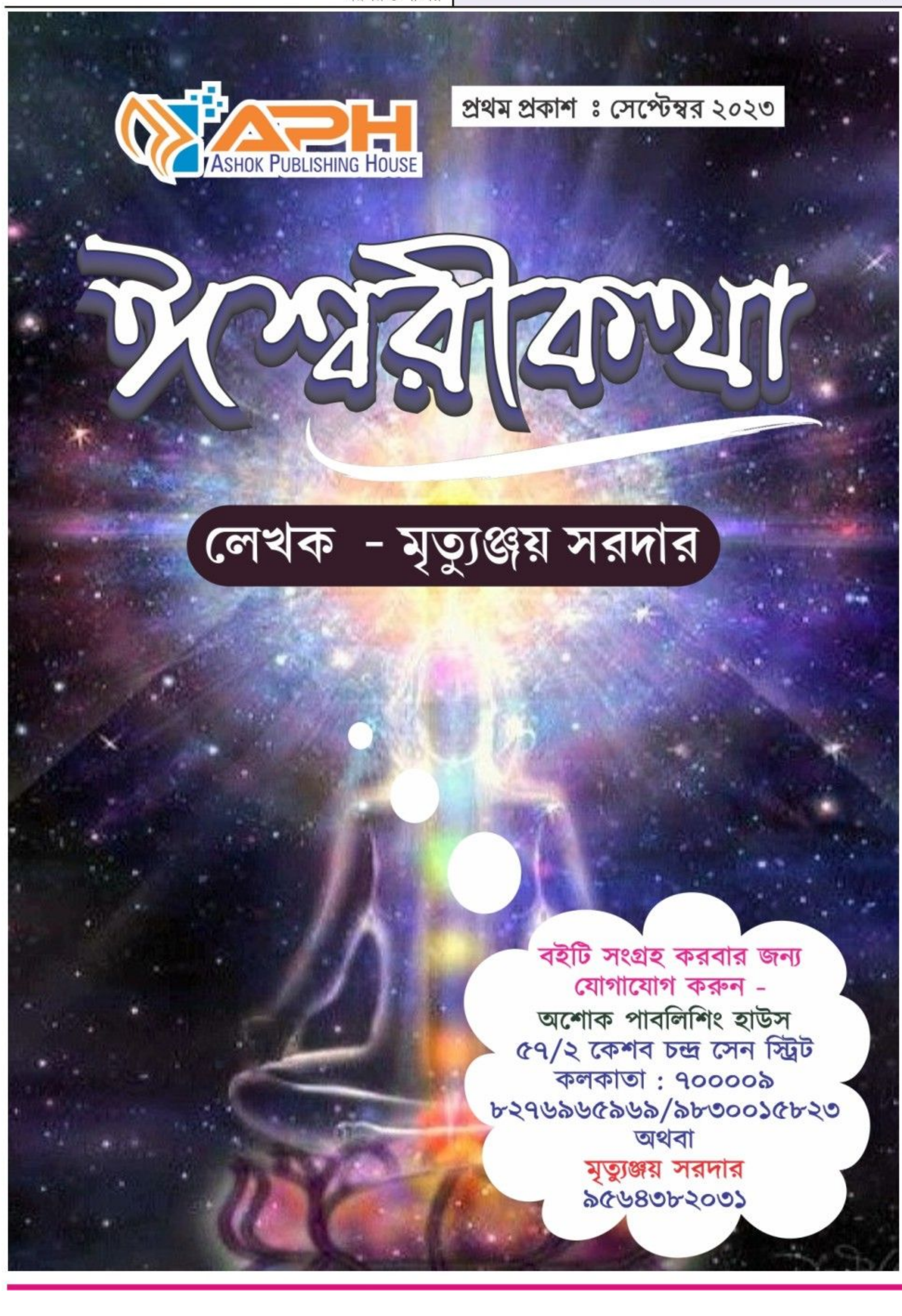

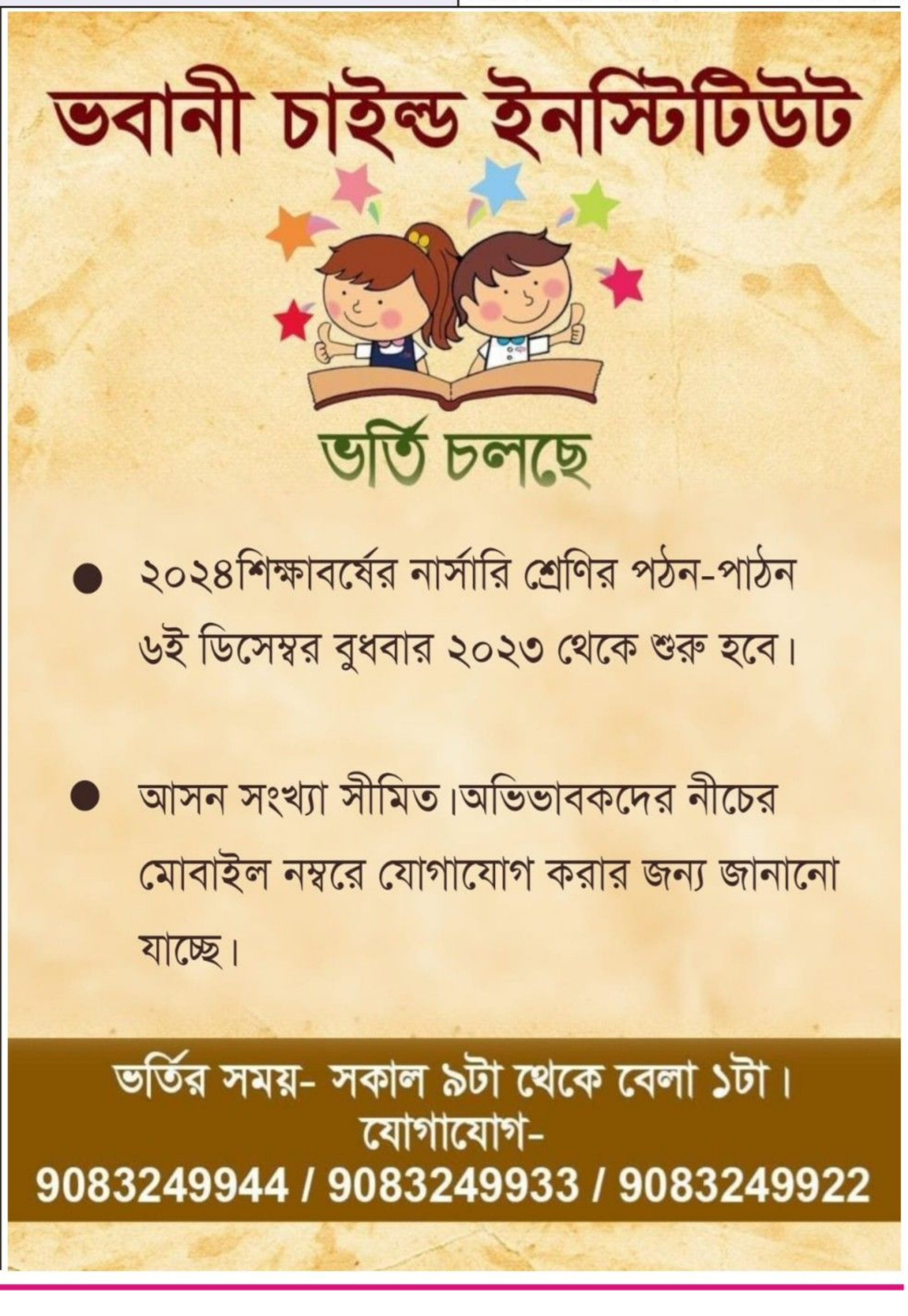

ফের সিবিআইয়ের জেরার মুখে পর্ষদ সভাপতি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহাল থাকল হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল ও ডেপুটি সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই। রক্ষাকবচ মিলল না সুপ্রিম কোর্টে।হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। কিন্তু তাঁর আবেদনে আপাতত সাড়া দিল না বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'যদি তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করা হয়, তা হলে গ্রেফতারের আশঙ্কা কেন? প্রয়োজন হলে আগামী শুক্রবার শুনানির পর রক্ষাকবচ দেওয়া হবে'। ঘটনাটি ঠিক কী? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের জেরার মুখে খোদ গৌতম পাল ও পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে। নিজাম প্যালেসে দু'জনকে ৫ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। কবে? ১৯ অক্টোবর।

সেদিনই হাইকোর্টে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। সেই রিপোর্ট দেখার পর পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালকে ও পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, 'তদন্তে সহযোগিতা না করলে প্রয়োজনে তাঁদের হেফাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই'।

"খুনিদের জীবিত ছাড়ব না", রাশিয়ায় ইসরায়েলিদের ওপর মব হামলা! বিমানবন্দরে মব লিঞ্চিংয়ের চেষ্টা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুনিদের জীবিত ছাড়ব না", রাশিয়ায় ইসরায়েলিদের ওপর মব হামলা! বিমানবন্দরে মব লিঞ্চিংয়ের চেষ্টা।এই ঘটনার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাশিয়াকে সতর্ক করে বিবৃতি দিয়েছেন। নেতানিয়াহু অবিলম্বে ইহুদি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। ইসরায়েল রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে এবং রাশিয়ায় ইসরায়েলি জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাশিয়ায় উপস্থিত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ক্রেমলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। হামাসের প্রতিনিধিদের মস্কোতে আতিথ্য দেওয়ার ব্যাপারেও ইসরাইল কঠোর।

ইসরায়েল থেকে আসা একটি বিমান নিয়ে রাশিয়ার বিমানবন্দরে যা দেখা গেছে তালেবানদের আফগানিস্তান দখলের পর খুব কমই দেখা গেছে। দাগেস্তান বিমানবন্দরে যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন বিমানবন্দরে একটি হেলিকপ্টারও ছিল। খবরে বলা হয়েছে, ভিড়ের মধ্যে গুলির শব্দও শোনা গেছে।রাশিয়ার দাগেস্তান রাজ্যের মাখাচকালা বিমানবন্দরে এক জনতা ইসরায়েলিদের ওপর হামলা করে এবং তাদের পিটিয়ে মারার চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব থেকে একটি ফ্লাইট আসছে এমন খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা ফ্লাইটটিকে রানওয়েতে ঘিরে ফেলে। হাজার হাজার মুসল্লি বিমানবন্দরের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে দাঙ্গাকারীদের থামাতে বিশেষ বাহিনীকে ডাকতে হয়।

'শিশু হত্যাকারীদের আমরা ছাড় দেব না'

জনতা ফিলিস্তিনের পতাকা বহন করছিল এবং ক্রমাগত 'আমরা শিশুদের হত্যাকারীদের রেহাই দেব না' স্লোগান দিচ্ছিল। বলা হচ্ছে, জনতা ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে ইহুদিদের খোঁজ করতে থাকে। ভিড় প্রতিটি যাত্রীর পাসপোর্ট চেক করতে থাকে। ব্যাপক বিক্ষোভের পর বিমানবন্দরও কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। রাশিয়ায় হামাসের বৈঠকের তিনদিন পর এটাই ছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ। রাশিয়ার দাগেস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা অনেক বেশি।

কম্যান্ড হাসপাতালেই বালুর পরবর্তী চিকিৎসা, টিকল না 'ওভারবার্ডেনড' তত্ত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাসপাতালে কী কী পরীক্ষা হয়েছে, তা সোমবার আদালতে জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ব্যাঙ্কশাল আদালত জ্যোতিপ্রিয়র ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এরপরই তড়িঘড়ি মন্ত্রীর পছন্দমতো এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে।তবে আগের নির্দেশই বহাল রাখল ব্যাঙ্কশাল আদালত। অর্থাত, কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা করতে হবে জ্যোতিপ্রিয়র।

সেখানে জ্যোতিপ্রিয়র কী কী শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট আজ ব্যাঙ্কশাল আদালতে জমা দেয় ইডি। ইডির তরফে এদিন আদালতে জানানো হয়, হাসপাতালে কী কী পরীক্ষা করেছে, তা জমা দেওয়া হল। এটি খুব গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্ট যাতে সিল করে রাখা হয়, সেই আবেদনও করে ইডি।

উল্লেখ্য, জ্যোতিপ্রিয় অসুস্থ হওয়ার আগে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নির্দেশ ছিল কম্যান্ড হাসপাতালে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে তাঁর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কশাল আদালতের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে আদালতে পৃথক একটি আবেদন করে কম্যান্ড হাসপাতাল। জ্যোতিপ্রিয় মণ্ডলকে ভর্তি নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছিল কম্যান্ড হাসপাতাল।

আজও কম্যান্ড হাসপাতালের তরফে তিন জন প্রতিনিধি ও এক আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কশাল আদালতে। আজ ফের একবার তাঁরা আপত্তি জানান, মন্ত্রীকে কম্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি নেওয়ার ক্ষেত্রে। কম্যান্ড হাসপাতালের 'ওভার বার্ডেনড'

পরিস্থিতির কথা আজ ফের বিচারকের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা। পূর্বের নির্দেশ যাতে বদল করা হয়, সেই আর্জি জানায় কম্যান্ড হাসপাতাল। প্রসঙ্গত, এর আগে যখন কম্যান্ড হাসপাতাল আপত্তি জানিয়েছিল, তখনই বিচারক জানিয়ে দিয়েছিলেন, নির্দেশ বদল করা সম্ভব নয়। কম্যান্ড হাসপাতালের তরফে এদিন আর্জি জানানো হয়, 'যতক্ষন না ইডি কোর্টের অর্ডার হচ্ছে, ততক্ষণ বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হোক।'

বাঁকুড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে বিষক্রিয়া

বাঁকুড়াঃ নিউজ সারাদিন : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে বিষক্রিয়া। তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল অন্তত ১২ জন শিশু। বাঁকুড়ার ছাতনার ঘটনায় ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক। অসুস্থ শিশুরা ভর্তি স্থানীয় হাসপাতালে। এই মুহূর্তে তাদের সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, মিড ডে মিলের খাবারে টিকটিকি পড়েছিল।সোমবার সকালে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। পরে দেখা গিয়েছে, রান্না করা খিচুড়িতে একটি টিকটিকি পড়েছিল। সেখান থেকেই বিষক্রিয়া ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে আইসিডিএস প্রকল্পের স্থানীয় আধিকারিক নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় জানান, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।' এই ঘটনায় ফের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির রান্নার পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। ২-৩ বছরের শিশুরা খাবার খেয়ে অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত অভিভাবকরা।সেখান থেকেই ছড়িয়েছে বিষক্রিয়া। এ বিষয়ে সেন্টারটির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের বাঁদরডিহা গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের খাবারের উপর নির্ভর আশেপাশের এলাকার শিশু, মহিলারা। সোমবার আইসিডিএস সেন্টারে খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। তা খেয়েছে শিশুরা। এর পর থেকেই তারা একে একে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি হতে থাকায় ১২ জন শিশুকে ভর্তি করা হয় সরবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এদের সকলের বয়স ২ থেকে ৩ বছর বলে জানা গিয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮-২০৩১

মমতা কবে জেলে যাবেন, খোঁচা শুভেন্দুর

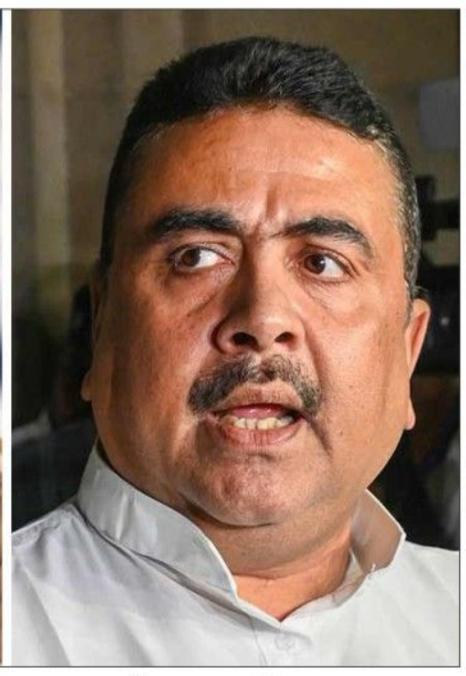

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন-দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পরে এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের দাবি তুলে চাপ বাড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য পাল্টা কটাক্ষ করেছে, কাচের ঘরে বসে ঢিল ছোড়া উচিত নয়।প্রসঙ্গত, দলের 'আমার মাটি, আমার দেশ' কর্মসূচি উপলক্ষে এ দিন বাংলার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থান থেকে জোগাড় করা মাটি নিয়ে কলেজ স্কোয়ার থেকে ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল করেছে বিজেপি। মিছিলের সামনের সারিতে একসঙ্গে হাঁটতে দেখা গিয়েছে বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত ও প্রাক্তন দুই রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিংহকে। এলাকা ধরে ধরে বিজয়া সম্মিলনীর পরে রেশন-দুর্নীতি নিয়ে তাঁরা প্রয়োজনে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেবেন বলে সুকান্ত জানিয়েছেন। শহরে এ দিনই বিভিন্ন রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ করেছে কলকাতা জেলা সিপিএম। মির্জা গালিব স্ট্রিটে খাদ্য দফতরের সামনে সিপিএম আজ, সোমবার বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসও।তিনটি জিনিসের চাহিদা। কী প্রয়োজন? খাদ্য। খাদ্যমন্ত্রী জেলে! আর কী প্রয়োজন? শিক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী তো আগেই জেলে! বাকি থাকল স্বাস্থ্য। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখতে চায়, কবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলে যাবেন?' প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতার হাতেই রয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই যাবতীয় দুর্নীতি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা।

শাসক দল তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ পাল্টা মন্তব্য করেছেন, "প্রথমত, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের এখন 'হারাধন' বলতে হবে। দিলীপ ঘোষ এই নাম ঠিক করে দিয়েছেন। তার পরে প্রশ্ন, শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ রাখাল বেরা গ্রেফতার হওয়ার পরে কি বিরোধী দলনেতা গ্রেফতার হয়েছেন? তা হলে রেশনের ক্ষেত্রে এক ব্যবসায়ী ধরা পড়ায় অন্য মন্ত্রীদের গ্রেফতারের কথা আসছে কেন? এ সব প্রলাপ!"শুভেন্দু এ দিন আরও দাবি করেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই সব দুর্নীতি হয়েছে। মমতা এবং তার দল একটা বড় অংশের টাকা তুলেছে গরিবের চাল, আটা, গম আর ধান কেনার টাকা মেরে। এত নিম্ন মানের কাজ ভারতবর্ষের কোথাও হয়নি।" জ্যোতিপ্রিয় ও তাঁর সহায়কদের ব্যবহার করা ২৫টা ফোনের নানা তথ্য তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রের খবর। সেই প্রেক্ষিতেই শুভেন্দুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় ধারাবাহিক যোগাযোগ রেখে চলতেন এবং সব বিষয়ই মুখ্যমন্ত্রী জানতেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সব সময় যে ফোন ব্যবহার করতেন, তার একটা হচ্ছে সহায়কের। আর দুই হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের। ওঁর পদবি রাও। তাঁর মোবাইল ফোনও ব্যবহার করতেন জ্যোতিপ্রিয়।" তাঁর সংযোজন, "তদন্তকারী সংস্থার কাছে অনুরোধ করব, যদি ২৫টা মোবাইলের মধ্যে এই দুটো ফোন না থাকে, তা হলে এই দু'টো ফোন থেকেও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং বিশদ তথ্য বার করতে পারেন, তা হলে দেখবেন কত বার সারা দিনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কথা বলতেন।' তৃণমূলের কুণালের পাল্টা বক্তব্য, "আগে উনি (শুভেন্দু) বলুন, সুদীপ্ত সেনকে কাঁথিতে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন কি না? বলুন, উনি আর ওঁর ভাই মিলে পাড়ায় ঢুকে সুদীপ্ত সেনকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা তুলেছেন কি না? আগে উনি বলুন, কাঁথি পুরসভায় সারদার টাকা ঢুকেছে কি না? উনি শুধু প্রলাপ বকছেন!"

চ্যাম্পিয়ন :মর্নিং ফুটবল একাডেমি

পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে অরবিন্দ অধিকারী : নিউজ সারাদিন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর ব্লকে গুড়গুড়িপালের কাছে একটি ষোল দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। দু দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে মর্নিং ফুটবল একাডেমি ফাইনাল ম্যাচে ৪-১গোলে জয়ী হয় ।দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ।জঙ্গল ঘেরা এই ফুটবল গ্রাউন্ডে শিহোরন জাগানো ম্যাচে টানটান উত্তেজনার মাধ্যমে প্রতিটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠকরা সঠিকভাবে ম্যাচটি পরিচালনা করেন। ফুটবল মাঠ কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দোকান দানি, মোরগ লড়াই ঘিরে উত্তেজনা ছিল চরমে। দর্শকরা প্রচন্ড করতালি হই হুল্লোড়ের মধ্যে মাধ্যমে ম্যাচটি উপভোগ করেন ।ছোট ছোট শিশু বয়স্কদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

১-ম পাতার পর

ফুলবদল রুখতে ব্যর্থ শুভেন্দু, দলেই ভূমিকার মূল্যায়ণ

দলনেতা ভূমিকা, এবার তাই সরাসরি বঙ্গ বিজেপির অন্দরে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। যা লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়, মত গেরুয়া শিবির সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলের।

দলে দলে মানুষ শুভেন্দুকে দেখে বিজেপিতে যোগ দেবেন। তৃণমূল ছেড়ে অনেকে নেতাকর্মী, মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কেরাও তৃণমূলে যোগ দেবেন। সেই হিসাব খুব একটা ভুল ছিল না। কিন্তু সেই ছবিটাই আমূল বদলে গিয়েছে একুশের ভোটে বিজেপি হেরে যাওয়ায়। কার্যত তারপর থেকেই সময় যতই হেরেছে ততই বাংলার মাটিতে জমি হারিয়েছেন পদ্মশিবির। একের পর এক নির্বাচনে গোহারান হেরেছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, নীচুতলার নেতাকর্মী থেকে দলের আদি নেতাকর্মীরা নিত্যদিন হয় দল ছেড়ে চলেছেন নতুবা বসে যাচ্ছেন। দল ছাড়ছেন সাংসদ থেকে বিধায়কেরাও। আর এই ভাঙন ঠেকাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাই এখন তাঁর ভূমিকাই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের টেবিলে চলে এসেছে।অমিত শাহের হাত ধরে শুভেন্দুর বিজেপির যোগদানের দিনেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নিজে মুখেই জানিয়েছিলেন, আশ্বস্ত করছি শুভেন্দু মাতব্বরি করতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসেনি। শুভেন্দু আপনাদের ওপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসাবে পার্টির নির্দেশ পালন করবে। পতাকা লাগাতে বলতে লাগাবো, দেওয়াল লিখন করতে বললে করবো।' কিন্তু এখন বিজেপির অন্দরে শুভেন্দুর বিরুদ্ধেই ক্রমশ এককাট্টা হচ্ছেন দলেরই আদি নেতাকর্মীরা এই অভিযোগ তুলে যে, শিশিরপুত্র দলে যোগদানের সময় যে কথা বলেছিলেন পরবর্তী সময়ে তার উল্টো পথেই হেঁটে চলেছেন। দলে এখন তাঁর মাতব্বরিটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চলছে তাঁর খবরদারিও। কথায় কথায় নেমে আসছে হুমকি ধমকি। দলের আদি নেতাকর্মীদের সুকৌশলে গুরুত্বহীন করে দিয়ে, তাঁদের বসিয়ে দিয়ে বা দল থেকে বাদ দিয়ে নিজেদের লোকদের পদ পাইয়ে দিচ্ছেন শুভেন্দু। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্যই এখন বিধায়কেরা বিজেপি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বঙ্গ বিজেপির একাংশের এই অভিযোগই এখন চুলচেরা বিশ্লেষণে নেমাছে পদ্মশিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে।বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। এবার সংসদের নিম্নকক্ষে বাংলা থেকে বিজেপির ঠিক কতজন সাংসদ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন বা আদৌ কেউ করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে এখন রীতিমতো সন্দিহান খোদ পদ্ম শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি লোকসভা ভোটের আগে আর কোনও বিধায়ক যে দল ছেড়ে তৃণমূলে পা বাড়াবেন না, এখন সেই গ্যারেন্টিও দিতে পারছেন না বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কার্যত ভাঙনের আশঙ্কায় ভুগছে বঙ্গ বিজেপি। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক এবং দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাফ জানিয়েই দিয়েছেন, অন্তত ২০জন বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিতে পা বাড়িয়ে আছেন। সেই ঘোষণা যে নিছক অমূলক নয় সেটা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মেনেও নিচ্ছেন। এখন পদ্মশিবিরের একটা বড় অংশই মনে করছেন, যে উদ্দেশ্য সাধনে শুভেন্দুকে বিজেপিতে টেনে আনা হয়েছিল তা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা তো দূর, এখন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ভিড় বাড়ছে শুধুমাত্র শুভেন্দুর জন্য। দলের এই ভাঙন ঠেকাতে শুভেন্দু যে রীতিমত ব্যর্থ সেটাও এখন বিজেপির একটা বড় অংশ মেনেও নিচ্ছেন।

১-ম পাতার পর

অন্তর্কলহে ফাটল চওড়া ইন্ডিয়া জোটে! ওমরের গলায় হতাশার সুর

প্রার্থী দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমলনাথ ... দেননি। তাঁ... নিজেই রাজ্যের ২৩০টি বিধানসভা আসনে লড়বে। বিজেপিকে হারাতে কোনও ... হবে না। এমনকী সাংবাদিকরা তাঁকে অখিলেশকে নিয়ে প্রশ্ন করলে একপ্রকার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলে দেন, 'অখিলেশ-অখিলেশ কে? ওর কথা ...মাকে বলবেন না।'

১-ম পাতার পর

...কি? সুপ্রি... বাড়ল

সিদ্ধান্ত সুখকর নাও হতে পারে। এমন সম্ভাবনা আঁচ করেই মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের শীর্ষ বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবিস রবিবার ঘোষণা করে দিয়েছেন, শিন্ডের সদস্য পদ চলে গেলেও তিনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। ফড়ণবিস জানান, শিন্ডেকে বিধান পরিষদ থেকে জিতিয়ে আনা হবে। গত বছর জুনে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দল ছেড়েছিলেন একনাথ শিন্ডে। সেই দলবদলের বৈধতা নিয়ে স্পিকারের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তখন স্পিকার ছিলেন এনসিপি'র নেতা। পরে শিন্ডে বিজেপির সমর্থনে সরকার গঠন করেন। বিধানসভার স্পিকার হন বিজেপির বিধায়ক। তারপর থেকে দলবদলের নালিশের নিষ্পত্তি থমকে আছে। উদ্ধব শিবির বিচার পেতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে।

কেন এত ধীর গতিতে চলছে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২২ থেকে শুরু, বর্তমানে ২৩! এক বছরেরও বেশি সময় থেকে রাজ্যে চলছে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত। গত বছর জুলাই মাসে ইডির হাতে গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই থেকে দুর্নীতির রহস্যভেদ করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-সিবিআই ।উল্লেখ্য, বর্তমানে এই মুহূর্তে কলকাতার নিজাম প্যালেসের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চে রয়েছেন মোট ২২ জন অফিসার। কিন্তু ২২ জন থাকলেও বিশেষভাবে গঠিত সিট এর সদস্য ছাড়া অন্য কেউ নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে পারবে না। নিয়োগ দুর্নীতির পাঁচটি মামলার তদন্ত চলছে বাংলায়, ওদিকে সিট এর অফিসার সংখ্যাও ৫. এক একজন অফিসারকে একটা গোটা মামলা সামলাতে হচ্ছে। তার উপর ১৪ দিন অন্তর আদালতে হাজিরা, মামলা সংক্রান্ত ডেস্ক এর কাজ, তথ্য সংগ্রহ, প্রয়োজন বিশেষে ব্রাঞ্চের কাজও নিজেকেই করতে হচ্ছে।

আর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল এই মুহূর্তে নিজামে তৈরি হওয়া ফরেন্সিক ল্যাবে মাত্র ১ কর্মী রয়েছেন। ফলে কোনও সাহায্য ছাড়া একজনের পক্ষে জিজিটাল এভিডেন্স বিশ্লেষণ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে অফিসার, কর্মীর অভাবে মাথায় হাত পড়েছে সিবিআই এর।পার্থের পর এই মামলায় একে একে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের বহু নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকও। এখনও চলছে তদন্ত।

এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতির পাঁচটি মামলার তদন্ত চলছে। যেই তদন্ত করতে প্রয়োজন অনেক দক্ষ অফিসার। কিছুদিন আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অফিসারের অভাবের কথা হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে জানিয়েছিল ইডি। এবার সেই একই সমস্যায় আরেক তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইও জর্জরিত বলে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের গতি নিয়ে বহু বার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্টের একাধিক বিচারক। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সব মিলিয়ে দিশেহারা সিবিআই। বর্তমানে শিক্ষক কেলেঙ্কারির পাঁচটি মামলার তদন্ত চলছে। তদন্তভার রয়েছে এই মামলায় গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলে সিটের ওপর। সিটে রয়েছেন পাঁচজন সিবিআই অফিসার। পাঁচটি মামলার তদন্তে ৫ অফিসারই নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। ফলে কাজের অত্যাধিক চাপ এবং অতিরিক্ত কোনও অফিসার না থাকায় তদন্ত গতি হারাচ্ছে।

অক্টোবর গুজরাট সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামীকাল ও পরশু অর্থাৎ ৩০ ও ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী গুজরাট সফর করবেন। ৩০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ অম্বাজি মন্দিরে তিনি পূর্জার্চনা ও দর্শনের কাজে ব্যস্ত থাকবেন। পরে, বেলা ১২টা নাগাদ মেহসানায় কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। পরেরদিন অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর সকাল ৮টার সময় কেভাড়িয়া সফর করবেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সেখানে স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন। এরপর তিনি যোগ দেবেন রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে। কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনেরও এদিন কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ৯৮তম কমন ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি ভাষণ দেবেন। মেহসানায় রেল, সড়ক, পানীয় জল এবং সেচ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। যে প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন তার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডর (ডাব্লুডিএফসি)-এর নিউ ভান্ডু - নিউ সানন্দ সেকশন - বীরমগাঁও - সামাখিলালি রেলপথ; কোটোসান রোড বেক্রাজি - মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমএসআইএল সাইডিং) রেল প্রকল্প; মেহসানার বিজাপুর ও মনসাতালুকের কয়েকটি গ্রামীণ জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন; মেহসানা জেলার সাবরমতী নদীর ভালাসানা ব্যারেজ; বনসকান্তার পালানপুরের দুটি পানীয় জল প্রকল্প; গান্ধীনগর জেলার কয়েকটি জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন প্রকল্প ইত্যাদি। এদিন প্রধানমন্ত্রী যেসমস্ত প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তার মধ্যে রয়েছে - মাহিসাগর জেলার সন্তরাম তালুকের কয়েকটি জলসেচ প্রকল্প; সবরকান্তার নারদা - দেহগাঁও - হারসোল - ধানসুরা সড়কটির উন্নয়ন ইত্যাদি। এছাড়াও গান্ধীনগর জেলায় কয়েকটি নিকাশি প্রকল্পেরও এদিন শিলান্যাস করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীর দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস রূপে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকরা হয়। এই কারণে আগামী ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় একতা দিবস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের প্যারেডও প্রত্যক্ষ করবেন তিনি। কেভাড়িয়ায় প্রায় ১৬০ কোটি টাকার কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে একতানগর থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত হেরিটেজ ট্রেনের আনুষ্ঠানিক সূচনা; নর্মদা আরতি প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন; কমলম পার্কের উদ্বোধন; একতানগরের গ্যাস বন্টন কর্মসূচির সূচনা ইত্যাদি। এছাড়াও গুজরাট রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের একটি ভবনের উদ্বোধনও করবেন তিনি। কেভাড়িয়ায় একটি উপজেলা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী এদিন ৯৮তম কমন ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যে ভাষণ দেবেন তাতে 'আমি একা নই, আমরা সকলে' এই চিন্তাদর্শের ওপর বক্তব্য রাখবেন তিনি। প্রায় ৫৬০ জনের মত অফিসার ট্রেনি যোগ দেবন এই কর্মসূচিতে।

ভোটপ্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত সাংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটপ্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত সাংসদ। তেলেঙ্গানায় বিআরএস সাংসদকে কোপাল দুষ্কৃতী। সোমবার দুপুরের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভোটমুখী তেলেঙ্গানায়। যদিও অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করে হামলার মোটিভ জানার চেষ্টা চলছে।সঙ্গে সঙ্গে কোঠা প্রভাকর রেড্ডিকে উদ্ধার করে গাজওয়েল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বিআরএস সাংসদকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেকেন্দ্রাবাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিতসা চলছে। আপাতত শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এদিকে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।তার আগে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব দলই। এবার সিদ্দিপেট জেলার দুব্বাক বিধানসভায় বিআরএসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন সাংসদ কোঠা প্রভাকর রেড্ডি। এদিন প্রচার সারতেই দৌলতাবাদ মণ্ডলের সুরামপল্লি গ্রামে গিয়েছিলেন সাংসদ। প্রচারের মাঝেই তাঁকে ছুরির কোপ মারে এক অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী।

রবিবার পুলিশকর্মী মসরুর আহমেদ ওয়ানির উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা। এবার জেহাদিদের গুলিতে প্রাণ গেল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক যুবকের। উপত্যকার পুলিওয়ামায় এই হত্যাকাণ্ড চালাল জঙ্গিরা। আশঙ্কাজনক পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিতসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ।পর পর দুই হামলার পর পুলওয়ামা-সহ গোটা কাশ্মীরে পুলিশ ও সেনা ততপরতা বাড়ানো হয়েছে। ভূস্বর্গের রাস্তার প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শ্রীনগরের সমস্ত প্রধান সড়কের মোড়ে এবং শহর থেকে বাইরে বেরনোর পথগুলিতে বিশেষভাবে সক্রিয় পুলিশ। জঙ্গি দমনে মরিয়া সেনাও।ঘটনার পরেই এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনা।

কাশ্মীর জোন পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, 'পুলওয়ামার তুমচি নওপারা এলাকায় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করেছে জঙ্গিরা। হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, ২৪ ঘণ্টায় পুলওয়ামায় এই নিয়ে দ্বিতীয় হামলা চালাল জঙ্গিরা। এর আগে রবিবার পুলিশকর্মী মসরুর আহমেদ ওয়ানির উপর হামলা চালানো হয়। ইদগাহর মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় জঙ্গিরা।

আই এ এস জ্যোতিষ্মান, প্রায় ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ ইডি-র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন বণ্টন দুর্নীতির পাশাপাশি, পুর নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তেও সক্রিয় ইডি । ফের সিজিও কমপ্লেক্সে এলেন আইএএস জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধয়ায় ।ইডি-র দাবি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে অয়ন শীলের সংস্থা এ বি এস ইনফোজোনের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখে রথীন ঘোষের নাম বারবার উঠে এসেছে। ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্তব্কি লেনদেনের তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান। টাকা কাদের কাছে পৌঁছেছে, কীভাবে পৌঁছেছে, সেই মানি ট্রেল খুঁজে বের করাই ইডি-র উদ্দেশ্য। ৮০ জন ইডি অফিসারকে একাধিক দলে ভাগ করে ভোর থেকে চালানো হয়েছিল ম্যারাথন তল্লাশি।২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে ছিলেন জ্যোতিষ্মান

জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধয়ায়কে প্রায় ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি।২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে ছিলেন জ্যোতিষ্মান। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ৫ অক্টোবর সল্টলেকের আবাসনে ওই আইএএসের বাড়িতে তল্লাশি। প্রসঙ্গত, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির স্ক্যানারে একের পর এক হেভিওয়েট। সম্প্রতি কামারহাটির চেয়ারম্যান গোপাল সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। সিজিও কমপ্লেক্সে সম্প্রতি হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল তৃণমূল পুরপ্রধানকে। সকাল থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত চলে সেই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। এর আগে ৫ অক্টোবর, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে একযোগে ১৪টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। কামারহাটি পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহার বাড়িতে ১৩ ঘণ্টা ধরে চালানো হয় তল্লাশি।পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের মাইকেল নগরে বাড়িতেও হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম কোনও মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। রাজ্যজুড়ে ১২টি জায়গায় একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুর আধিকারিকদের বাড়িতেও চলেছিল তল্লাশি। রথীন ঘোষের পাশাপাশি, কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা, বরানগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিক, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তর বাড়িতেও তল্লাশি চলেছিল। ওইদিন সকাল ৬টা নাগাদ খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। উল্লেখ্য, মধ্যমগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক রথীন ঘোষ মধ্যমগ্রাম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ মঙ্গলবার ১৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সব ক্ষেত্রেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নিজেকে আড়াল করেছেন, দাবি ইডির

রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে কৌশলে সব ক্ষেত্রেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু নিজেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা।এ দিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। গত ২৭ অক্টোবর তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে ভর্তি করা হয়েছিল। রবিবার রাতে জ্যোতিপ্রিয়কে সেখান থেকে প্রাইভেট কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ দিন দুপুরে তাঁর হল্টার মনিটর শেষ হয়েছে। অন্য দিকে এ দিন ফের মন্ত্রীর মস্তিষ্ক এবং ঘাড়ের কাছের মেরুদণ্ডের এমআরআই করা হয়েছে। আজ, তাঁর 'হেড আপ টিল্ট টেস্ট' করা হতে পারে। বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালের দেওয়া মেডিক্যাল বুলেটিনে রবিবার জানানো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র শরীরের বাঁ দিকের হাত ও পায়ের মাংসপেশিতে মৃদু দুর্বলতা রয়েছে। তাঁকে ডায়াবেটিক সাধারণ খাবার দেওয়া হয়েছে।তাঁদের যুক্তি, রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য তিনটি সংস্থা খোলা হলেও কোনওটাতেই নিজে ডিরেক্টর ছিলেন না মন্ত্রী। যশোহর রোডের ভগবতী কলোনির একটি ফ্ল্যাটে ছিল ওই সংস্থার অফিস।ইডির দাবি, ওই ফ্ল্যাটের মালিকানায় নাম রয়েছে মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক অমিত দে-র।

তদন্তকারীদের দাবি অনুযায়ী, ওই তিনটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে নাম পাওয়া গিয়েছে মন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যার। ওই সংস্থাগুলির পরিচালন বোর্ডে রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমান এবং মন্ত্রীর এক সহায়ক অভিজিত দাসের পরিবারের সদস্যদেরও নাম থাকলেও কোথাও মন্ত্রী নেই বলে দাবি তদন্তকারীদের। আদালতে জমা দেওয়া ইডির নথি অনুযায়ী, ওই সংস্থাগুলির মাধ্যমে কালো টাকা সাদা হওয়ার পরে মন্ত্রীর স্ত্রী ও কন্যা পদত্যাগ করেন। ইডির দাবি, কালো টাকার একটি বড় অংশ বাকিবুরের মালিকানাধীন 'এনপিজি গ্রুপ অব কোম্পানি'-র নামে থাকা হোটেল পানশালায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। ইডি কর্তাদের কথায়, "সেখানেও কোথাও কাগজে-কলমে মন্ত্রীর নাম নেই।"ইডির দাবি অনুযায়ী, বাকিবুরের বয়ান ও তাঁর মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের সূত্রেই রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয়র নাম উঠে আসে। পাশাপাশি মন্ত্রীর দুই আপ্ত সহায়কের বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে ইডির আরও দাবি, বাকিবুরের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে 'এমআইসি' অর্থাত 'মিনিস্টার ইন-চার্জ' জ্যোতিপ্রিয়কে একাধিক বার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিজিতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া মেরুন ডায়েরিতে জ্যোতিপ্রিয়কে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল, তা নথিভুক্ত রয়েছে।

সিঙ্গুর মামলায় বড় রায়, টাটাকে ৭৬৬ কোটি টাকা দিতে হবে রাজ্যকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ন্যানো মামলায় জোর ধাক্কা খেল রাজ্য। সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জেরে, টাটা মোটরস সংস্থাকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে। সোমবার (৩০ অক্টোবর), এই রায় দিল তিন সদস্যের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল। শুধু তাই নয়, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদও দিতে হবে।ক্ষমতায় আসার পর, তৃণমূল সরকার টাটা মোটরসকে কারখানা গড়ার জন্য বিকল্প জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে গুজরাটের সানন্দে ন্যানো কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল টাটারা। তাই সরকারের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল সংস্থা। তারা জানিয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকারকে জমি অধিগ্রহণের জন্য তারা ১৫৪ কোটি টাকা দিয়েছিল। সেই সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করেছিল টাটা। ২০১৬ সালে, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সময় জমি অধিগ্রহণ আইনের বিধানগুলি মানেনি বামফ্রন্ট সরকার। তাই ওই অধিগ্রহণকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল শীর্ষ আদালত। টাটা মোটরস পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেছিল, ভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে বলে কোনও সরকার একটি মামলার মাঝখানে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে না। আদালত জানিয়েছিল, অধিগ্রহণটি বেআইনি ছিল বলে, সরকার তার অবস্থান বদল করতে পারে। তখন টাটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের বিষয়ে বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতাকারী প্যানেলের সহায়তা চেয়েছিল। এদিন, সেই প্যানেলই টাটাকে ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যই এই রয়ের বিষয়ে সম্মত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে একটি নোট দিয়ে টাটা সংস্থা জানিয়েছে, “২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর তিন সদস্যের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে সিঙ্গুরে অটোমোবাইল কারখানা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। সর্বসম্মতভাবে ট্রাইবুনাল, টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা দিতে বলেছে। সেইসঙ্গে, ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ১১ শতাংশ সুদ দিতে বলা হয়েছে।”২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের জয়ের পরই, ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, রতন টাটার সঙ্গে রাজ্যে একটি মোটরগাড়ি কারখানা তৈরির বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁর। এরপর, এই কারখানা তৈরির জন্য সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীকে প্রায় ১০০০ একর জমি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। পুরোটাই প্রায় ছিল কৃষিজমি। একাংশের কৃষক রাজ্য সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে জমি দিতে নারাজ ছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন কৃষকরা। সেই আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ততকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারখানার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেলেও, ২০০৮ সালে তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়ে, পশ্চিমবঙ্গে কারখানা গড়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল টাটা গোষ্ঠী।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

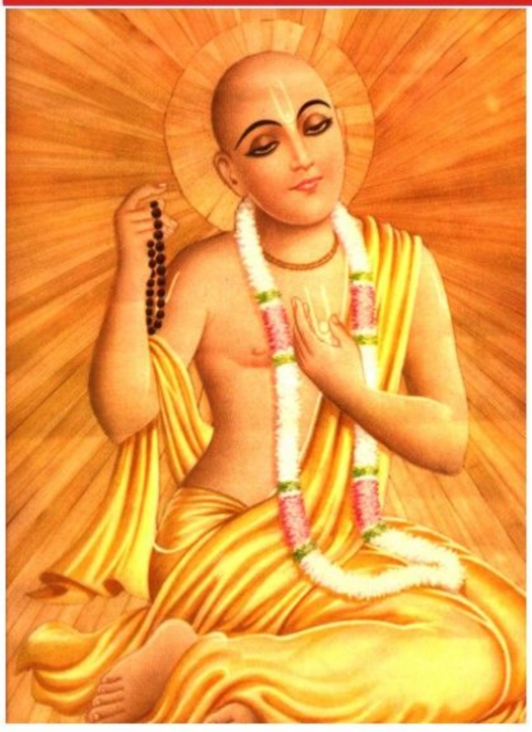

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাজী দমনের পর দক্ষিণে অবস্থিত শূদ্র- পল্লী ভ্রমন করে তিনি সাদী গাছা-পার ডাঙ্গা হয়ে নগরে ফিরেছিলেন।এদিকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত রেভিনিউ সার্ভের মানচিত্রে গঙ্গানগরের অবস্থান চিহ্নিত আছে। আসলে চৈতন্য আমলে গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল। মায়াপুরের পাশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল না। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক?

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বর্তমান যুগে শিক্ষার কোনো মূল্য নাই, সামাজিক ভাবে নেতারা শিক্ষার মূল্য দেয়কি?এই প্রশ্ন গ্রামের প্রতিটি মানুষের জীবনেই। আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক? বর্ণপরিচয়ে তাঁর 'সদা সত্য কথা বলিবে' উপদেশ কি আজকের ছেলেমেয়েদের মনে দাগ কাটবে? তাঁর নীতির পাঠের থেকে হয়তো কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা তাঁকে চিনবে না, তবুও আমি আমার কলমে সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই।

প্রত্যেকটি মানুষ নির্দিষ্ট একটি দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই দিনটি কে সামনে রেখে পালিত হয় নানান অনুষ্ঠান। বাংলার কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির মধ্যে জন্মদিন উৎসব পালিত , এই রীতি রেওয়াজ আছে সেই প্রাচীনকাল হইতে।তবে আমরা মুনি ঋষি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জন্মের আগে হয়ত জন্মায়নি। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে যতটুকু জানতে পারি আর সেই দিন হিসেবে আমরা পালিত করি বিশিষ্ট লেখক ,কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্ম ও মৃত্যু দিন হিসেবে পালিত হয়।গতকাল পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বিদ্যাসাগর খ্যাতি লাভ করেছিলেন , কার জন্মদিন হিসেবে পালিত হল ভারত বর্ষ তথা বিশ্বব্যাপী। বাংলাতে বড় পন্ডিত তো আজ আমরা ,এই বাংলার বিধাতা হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। সাগর না থাকলে হয়তো বাংলার অক্ষর বিন্যাস জন্ম হতো না। আমরাএই বাংলাতে লিখতে পড়তে যানতামনা। বাংলার সেই পণ্ডিতের কথা , বিভিন্ন ভাবে আমার কলম তুলে ধরেছে চাই। মানবিকতার জন্যে তিনি করুণাসাগর নামে পরিচিতি পান (তাঁকে এ বিশেষণ প্রথমে দিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত)। তিনি তাঁর দান এবং দয়ার জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ঐতিহ্যিক এবং রক্ষণশীল পরিবারে এবং সমাজ সংস্কারের জন্যে তিনি যুক্তিও দিতেন হিন্দু শাস্ত্র থেকে; কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দিহান মনের। তাঁর বোধোদয় গ্রন্থ যেমন তিনি শুরু করেছেন পদার্থের সংজ্ঞা দিয়ে। পরে সংজ্ঞা দিয়েছেন ঈশ্বরের, যাঁকে তিনি বলেছেন সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান চৈতন্যস্বরূপ। পরে এ গ্রন্থে তিনি যা কিছু দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়, তেমন সব বিষয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বর বা কোনো অতিলৌকিক শক্তির নামও উল্লেখ করেননি।

১৮২০-১৮৯১) সংস্কৃত পন্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, জনহিতৈষী। তিনি ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হয়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার একটি পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দু-বছর ওই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া প্রতি বছরই তিনি বৃত্তি এবং গ্রন্থ ও আর্থিক পুরস্কার পান।আর যাই হোক ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করার অল্প পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পন্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কলেজের শিক্ষকগণের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।এদিকে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। এর আগে এ কলেজে পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্রদের, কিন্তু তিনি সব শ্রেণির হিন্দুদের জন্যে কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন। তিনি কলেজে পড়ার জন্যে নামেমাত্র বেতন চালু করেন এবং প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি নিয়ে যাতে ছাত্ররা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করতে পারে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনেন কলেজের পাঠ্যক্রমে। পূর্বে ব্যাকরণ এবং বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং ইংরেজি বিভাগকে উন্নত করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে তারচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে, তিনি বার্কলের দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন। অনেকে তাঁর সমালোচনা করলেও, তাঁর এ সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী এবং শিক্ষা পরিষদ তাঁর এ সংস্কারের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে।পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখার ক্ষমতা আমার বা কতটুকু আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যা লিখেছিলেন। সেই কথা গুলি এই লেখাতে উল্লেখ না করলে এই লেখাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ পাবে না।রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর প্রভাবের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: “ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত।” সমালোচকরা হয়তো মনে করতে পারেন যে, জননী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা খানিকটা 'পরিমাণ বহির্ভূত' হয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় যে, জননীর ও পুত্রের চরিত্রে প্রভেদ নেই, তাঁরা 'পরস্পরের পুনরাবৃত্তি'। অভিমন্যু যেমন জননী-জঠরে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর তেমনই 'বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন' করে এসেছিলেন।তবে আমি আরেকটি বিষয় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে উল্লেখ করব যিনি হচ্ছেন এই সমাজের সংস্কারক ছিলেন ,মানবিক কথা উদারতা দেখিয়েছিলেন।বিদ্যাসাগরের নিজের কোনও সন্দেহ ছিল না যে “বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

৩৬ বছর বয়সেও ব্যাচেলর কঙ্গনা, জানালেন বিয়ের খবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত মানেই যোনো সোজা সাপটা বলে দেওয়া এক অভিনেত্রী। নানাজকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে সমালোচনার শিকারও কম হোন না। হৃতিক রোশানের সঙ্গে করেও আলোচনা নিয়ে ছিলেন নিজের দিকে।

হৃতিক রোশান ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনে অনেকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন কঙ্গনা। কিন্তু তা পরিণয় পায়নি। প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বহুবার জলঘোলা করেছেন। সবকিছু ছাপিয়ে ৩৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী এখনো ব্যাচেলর। এবার নিজের বিয়ের পরিকল্পনা জানালেন এই অভিনেত্রী।

টাইমস নাওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা রাণৌত বলেন- 'প্রতিটি মেয়েই বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে, সংসারের স্বপ্ন দেখে। আমি ভীষণ ফ্যামিলি পার্সন। পরিবার আমার কাছে ভীষণ জরুরি। আমিও বিয়ে করতে চাই, পরিবার চাই। আর এসব কিছু ৫ বছরের মধ্যে হবে। ব্যাপারটা যদি অ্যারেঞ্জ প্লাস লাভ ম্যারেজ হয়, তাহলে খুব ভালো হবে।'

বলিউড কুইন শুধু বিয়ের পরিকল্পনাই জানাননি, একই সঙ্গে প্রাক্তন সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন। কঙ্গনা রাণৌত বলেন, 'সম্পর্কে সবসময় সফল হওয়া যাবে এমনটা একদমই ঠিক না। আর খুব অল্প বয়সে যদি সেই সাফল্য না পাওয়া যায়, তাহলে সে সত্যিই লাকি। আর এটাই আমার সঙ্গে হয়েছে। সম্পর্ক নিয়ে আমি ডুবেছিলাম, সেটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি; যদি সেই সম্পর্ক টিকে যেত তাহলে আমি আমার সব সময় তাতেই দিতাম। কিন্তু সম্পর্কটা টিকেনি। আমার মনে হয়, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই চিন্তা আমার মাথায় অনেক পরে এসেছে।'

কঙ্গনার হাতে এখন বেশ কয়েকটি সিনেমার কাজ রয়েছে। এর মধ্যে 'তেজাস' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি। বর্তমানে 'ইমার্জেন্সি' ও 'চন্দ্রমুখী টু' সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। 'ইমার্জেন্সি' সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করছেন কঙ্গনা। এটি পরিচালনাও করছেন তিনি।

জল্পনার অবসান, ফের মা হতে যাচ্ছেন আনুশকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ফের মা হতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। মাসখানেক ধরে এমন খবরে সরগরম বলিপাড়া। গত মাসের শেষ দিকে একটি মেটারনিটি ক্লিনিকের বাইরে দেখ যায় অভিনেত্রীকে। সেসময় আনুশকার পোশাক দেখে পাপারজ্জিদের ধারণা হয় যে, তিনি সন্তানসম্ভবা। যদিও অভিনেত্রীর অনুরোধে তার কোনও ছবি প্রকাশ করা হয়নি।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ছবি দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ঘরণি। সেখানে আনুশকার বেবিবাম্প অর্থাৎ স্ফীতোদরের ছবি দিলেন অভিনেত্রী। নেটিজেনদের ধারণা, এই পোস্টের মাধ্যমেই দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবর প্রকাশ করতে চলেছেন অভিনেত্রী। অনুরাগীদের মতে, দ্বিতীয় বার সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগে প্রথমবারের স্মৃতি আঁকড়ে ধরছেন আনুশকা।

২০১৭ সালে ইটালির টাস্কানিতে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন আনুশকা। বিয়ের বছর চারেক পরে অভিনেত্রীর কোলজুড়ে আসে মেয়ে ভামিকা। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে কানাঘুষো শোনা যায়, ফের মা হতে চলেছেন আনুশকা। এর মধ্য দিয়ে জল্পনার অবসান হলেও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

অমিতাভের কারণে হেনস্তার শিকার নায়িকা!

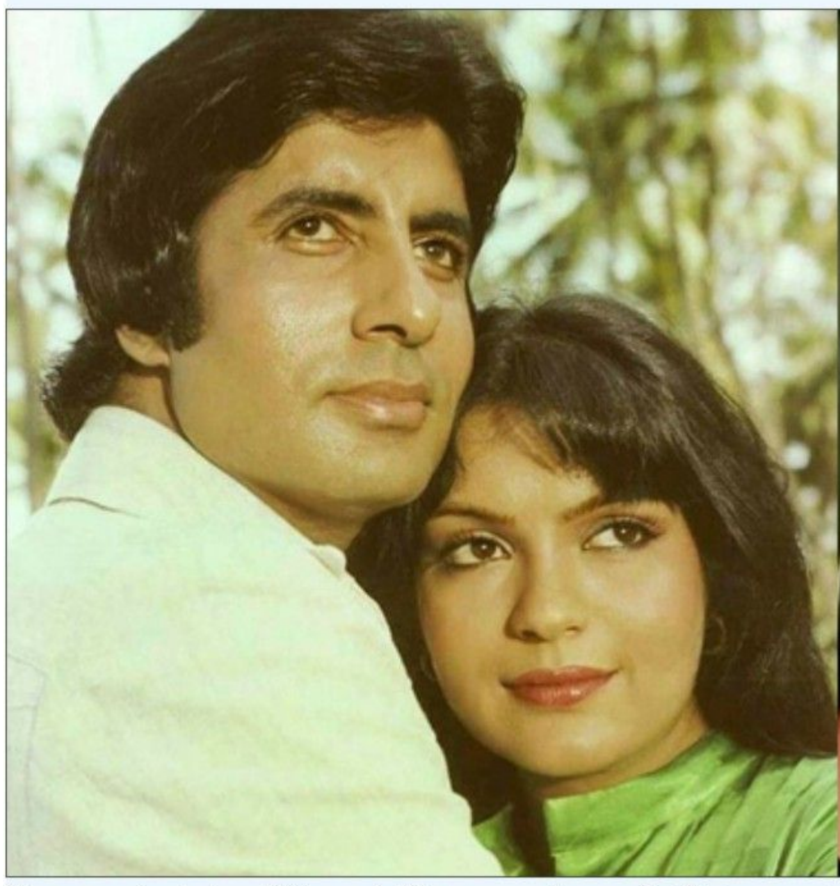

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একাধিক হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন জিনাত আমন। কিন্তু অমিতাভের সঙ্গে শুটিং করার সময়েই পরিচালকের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন বলে দাবি করেন অভিনেত্রী জিনাত আমান। সম্প্রতি অমিতাভের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে শ্যুটিংয়ের মুহূর্তের কথা শেয়ার অভিনেত্রী।

অমিতাভের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে জিনাত লেখেন, 'অমিতাভকে আমি শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি একটি গল্প শোনাতে চাই।'

অভিনেত্রী দাবি করেন, অমিতাভের সঙ্গে শ্যুটিং করতে গিয়ে এক বলি পরিচালকের কাছে হেনস্তার শিকার হন তিনি। পরে জানতে পারেন সেই পরিচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

জিনাত বলেন, সকালে অমিতাভের সঙ্গে একটি ছবির শ্যুটিংয়ের কথা ছিল তার। সময়মতো পৌঁছানোর জন্য প্রযোজকের সঙ্গে তার গাড়িতে শ্যুটিং সেটে চলে যান অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, 'আমার কাছে সব সময় চিত্রনাট্য থাকত। গাড়িতে স্টুডিওতে যাওয়ার সময় আমি সংলাপ দেখে নিচ্ছিলাম। সেটে পৌঁছে সোজা মেকআপ রুমে চলে যাই। শ্যুটিংয়ের সময় হয়ে গিয়েছিল। ৩০ মিনিট পার হয়ে গেল, ৪৫ মিনিট পার হয়ে গেল। তখনও অমিতাভের দেখা নেই। যখন ১ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার জোগাড় তখন মেকআপ রুমের দরজায় টোকা পড়ল।'

শ্যুটিং শুরুর সময়ের ১ ঘণ্টা পর সেটে পৌঁছান অমিতাভ। অভিনেত্রীর মেকআপ রুমে গিয়ে ছবির সহ-পরিচালক খবর দেন যে অমিতাভ শ্যুটিংয়ের জন্য পৌঁছে গিয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সেটে চলে যাবেন অমিতাভ।

জিনাত আরও লেখেন, 'সেটে পা ফেলামাত্রই দেখি পরিচালক আমাকে উদ্দেশ করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছেন। ফ্লোরে তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন। কেউ কোনো শব্দ করছিলেন না। পরিচালকের মুখে যা আসছিল তাই বলে যাচ্ছিলেন উনি।'

'পরিচালকের হাবভাব দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে তার জন্যই সকাল থেকে শ্যুটিং বন্ধ হয়ে পড়েছিল।

অভিনেত্রী লেখেন, 'পরিচালকের কথা শুনে আমার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে আমি পিছনে ঘুরে সোজা মেকআপ রুমের দিকে হাঁটা লাগিয়েছিলাম।'

মেকআপ রুমে পৌঁছে কর্মীদের সমস্ত মেকআপ গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন জিনাত। গোছানোর মুহূর্তে মেকআপ রুমে যান ছবির প্রযোজক। প্রযোজকের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন অমিতাভ।

জিনাতকে উদ্দেশ করে অমিতাভ বলেন, 'আমি জানি এটা আমার ভুল। লোকটা বোকা। নেশা করে রয়েছেন। ওর কথা ছাড়ো। কাজ করতে চলো।'

'এমন দুর্ব্যবহারের পর আমার আর শ্যুটিংয়ে মন ছিল না। তবুও সেটে যেতে রাজি হলাম।'

সেটে পৌঁছাতেই ছবির পরিচালক জিনাতের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অভিনেত্রীর কাছে বার বার ক্ষমা চান পরিচালক।

জিনাত লেখেন, 'পরিচালকের ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা খুবই নাটুকে ছিল। আমি কোনো রকমে ছবির শ্যুটিং শেষ করি। তার পর আর কখনো ওই পরিচালকের সঙ্গে কোনো ছবিতে কাজ করা হয়নি।'

একই সিনেমায় দুই রণবীরের সঙ্গে দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরু হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় টিভি শো 'কফি উইথ করণ'-এর অষ্টম সিজন। আর নতুন সিজনের প্রথম পর্বেই করণের আমন্ত্রণে হাজির হন বলিউডের প্রভাবশালী জুটি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। প্রথম এপিসোডে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনকে হাজির করে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন করণ।

সেখানে একটি ত্রিভুজ প্রেমের গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের আশা ব্যক্ত করেছেন এই নির্মাতা। আর সেই সিনেমার তারকা লিস্টে নাম রাখলেন রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর কাপুরের। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বুধবার মধ্যরাতে শুরু হয়েছে কফি উইথ করণের নতুন সিজন। এরই প্রথম পর্বে রণবীর সিং ও দীপিকার সামনে করণ জোহর জানিয়ে দিলেন খুব শিগগিরই তিনি রাজ কাপুরের 'সঙ্গম' সিনেমার রিমেক করতে চলেছেন।

এমনিতেই দীপিকা ও রণবীর কাপুরের প্রেমপর্ব জবরদস্ত হিট বলিপাড়ায়। তার পর রণবীর সিংয়ের এন্ট্রি। এই তিনজনকে নিয়ে, ত্রিকোণ প্রেমের গল্প বলতে চান করণ। আর এই জন্য করণ বেছে নিয়েছেন রাজ কাপুরের 'সঙ্গম' সিনেমা। 'কফি উইথ করণে'ই এই সিনেমা তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেন করণ। সিনেমার গল্প শুনতেই একেবারে রাজি দীপিকা ও রণবীর সিং।

বাবরকে
আফ্রিদির খোঁচা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বড় প্রত্যাশা নিয়ে ভারতে পা রাখলেও টানা তিন ম্যাচ হেরে যেন পায়ের তলায় মাটি খুঁজছে পাকিস্তান। আর এটির পেছনে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হচ্ছেন দলটির অধিনায়ক বাবর আজম।

বাবরের নেতৃত্বগুণ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। বিশেষ করে আফগানিস্তানের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে আরও বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি। এবার বাবরের সমলোচনার দলে যোগ দিলেন তারই সতীর্থ শাহিন শাহ আফ্রিদির শ্বশুর শহিদ আফ্রিদি।

পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যালেনকে সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, অধিনায়কেরই দায়িত্ব বৃত্তের খেলোয়াড়দের সামনে রাখা এবং চাপ তৈরি করা। ফাস্টবোলার বল করছে অথচ আপনার স্লিপ নেই। ১২ বলে ৪ রান দরকার আর আপনি পয়েন্ট পেছনে ঠেলে দিয়েছেন। অধিনায়কত্ব অনেক সম্মানের, তবে সেটা ফুলের বিছানা নয়। যখন সব ঠিকঠাক হয়, তখন প্রশংসা যেমন অধিনায়ক পান, আর না হলেও তখন সব দায় অধিনায়ক ও কোচকে নিতে হয়।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারের পেছনে বাজে ফিল্ডিংকে দুষেছেন বাবর। তবে যেভাবে হেরেছে তাতে মনে হয়েছে বাবর যেন কোথাও দলকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না ঠিকঠাক। আফ্রিদিও সেই বিষয়টি তুলে আনলেন। মূলত অধিনায়ককে দেখেই বাকিরা উজ্জীবিত হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। বরং অধিনায়ক নেতিয়ে পড়লে, দলের বাকিরাও নেতিয়ে পড়ে বলে বললেন আফ্রিদি।

বাবরের উদ্দেশে আফ্রিদি বলেন, যদি একজন অধিনায়ক নিজে ফিল্ডিংয়ে নিজের জান-প্রাণ দিয়ে দেন, ডাইভ মারেন, দৌড়ে গিয়ে খেলোয়াড়দের সমর্থন দেন, তখন গোটা দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সবাই দারুণভাবে জেগেও ওঠে। কারণ অধিনায়ক নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন আর অন্যরা সেটা করলে লজ্জা লাগবে। খেলোয়াড়রা ভাববে আমার অধিনায়ক এভাবে উজ্জীবিত হয়ে লড়ছেন, আমি কেন নিষ্ক্রিয় থাকব।

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা
নিয়ে যা বললেন ধোনি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলমান আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসরে এ পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দল ভারত। মাঠের পারফরম্যান্স বিবেচনায় ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার তারা। এখন পর্যন্ত ৫টি ম্যাচে মাঠে নেমে ৫টিতেই জয় পেয়েছে রোহিত শর্মার দল।

বিশ্বকাপ অভিযানে চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ছয় উইকেটের জয় দিয়ে শুরু করেছিল ভারত। এরপর আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পয়েন্ট তলিকার শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে রোহিত-কোহলিরা।

তাই ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা কতটুকু, এমন একটি প্রশ্ন করা হয়েছে ভারতের সাবেক শিরোপাজয়ী অধিনায়ক মাহিন্দ্র সিং ধোনিকে। জবাবে সরাসরি কোনো উত্তর দেননি ধোনি। তবে ভারত টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত খেলবে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

ধোনি বলেছেন, 'দলের ভারসাম্য খুবই ভালো। সব খেলোয়াড়ই ভালো খেলছে। সবকিছু দেখে ভালোই মনে হয়েছে। এর বেশি কিছু বলব না। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।'

বিশ্বকাপে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ২৯ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। লখনউয়ের ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এরপর আগামী ২ নভেম্বরে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কা এবং ৫ নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত।

গ্রুপপর্বে ভারতের সবশেষ ম্যাচটি হবে ১২ নভেম্বর। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিকরা।

সৌদি ক্লাবে ৪ মাসেই বরখাস্ত কিংবদন্তি ফাওলার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রবি ফাওলারের কোচিংয়ে বেশ ভালোই করছিল সৌদি আরবের ফুটবলে দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব আল-কাদজি। এরপরও হঠাৎ করেই প্রধান কোচের পদ থেকে লিভারপুলের এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকারকে বরখাস্ত করেছে দলটি। গত জুনে আল-কাদজির দায়িত্ব নেন ফাওলার। তার কোচিংয়ে দলটি আট ম্যাচের ছয়টিই জিতেছে, ড্র বাকি দুটি। সৌদি প্রথম বিভাগের লিগে তারা আছে দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষে থাকা দলের চেয়ে পিছিয়ে আছে স্রেফ ১ পয়েন্টে। লিগে গত মাসের সেরা কোচ হিসেবে নির্বাচিত হন ৪৮ বছর বয়সী ফাওলার।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে, ফাওলারের দায়িত্ব গ্রহণের চার মাস পরই তার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের কথা ২৭ অক্টোবর বিবৃতি দিয়ে জানায় আল-কাদজি।

প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অষ্টম সর্বোচ্চ স্কোরার ফাওলার ২০১১ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন থাইল্যান্ডের ক্লাব মুয়াংথং ইউনাইটেডের হয়ে। পরে অস্ট্রেলিয়ার দল ব্রিজবেন রোয়ার, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দল ইষ্ট বেঙ্গলের কোচ ছিলেন তিনি।

৮০ মিলিয়নে আলভারেজকে
ছেড়ে দেবে ম্যানসিটি!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত মৌসুমের অধিকাংশ সময় বদলি হয়ে খেলেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ। ক্লাবের বেঞ্চ গরম করেও ১৭ গোল করেছেন তিনি। চলতি মৌসুমে নিয়মিত খেলতে দেখা যাচ্ছে তাকে। তবে সেটা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বা সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে। ওই পজিশনেও সাবলীল এই ২৩ বছরের তরুণ। এরই মধ্যে মৌসুমে ৭ গোল করে ফেলেছেন তিনি। যার দুটি আবার দারুণ ফ্রি কিকে। কিন্তু আর্লিং হ্যালন্ড থাকায় নিয়মিত পছন্দের স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতে না পারায় কিছুটা অখুশি এই বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন। সেজন্য তিনি ভালো সুযোগ হলে ইত্তিহাদ ছাড়তে চান। ম্যানসিটিও ভালো প্রস্তাব পেলে তাকে ছেড়ে দেবে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ফুটবল ইনসাইডার। তাদের দাবি, নগদ ৮০ মিলিয়ন পাউন্ড পেলে তাকে বিক্রি করে দেবে গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ী প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। তাকে দলে নেওয়ার দৌড়ে আছে বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ। চলতি মৌসুমে লস ব্লাঙ্কোসরা নিয়মিত কোন স্ট্রাইকার ছাড়াই খেলছে। মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামকে স্ট্রাইকার বানিয়ে দিয়েছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। লম্বা প্রজেক্ট বিবেচনায় আলভারেজকে পছন্দ লস ব্লাঙ্কোসদের। সুযোগটা তাই নিতে পারে লা লিগার ক্লাবটি। আলভারেজকে কিনতে আগ্রহী বার্সেলোনাও। তাদেরও দীর্ঘ পরিকল্পনার স্ট্রাইকার নেই। রর্বাট লেভানডভস্কির বয়স হয়েছে। ব্রাজিল থেকে ভিতর রকিকে কিনলেও তিনি যথেষ্ট তরুণ এবং ইউরোপের ফুটবলে প্রমাণিত নয়। সেজন্য মেসির সতীর্থ আলভারেজকে পছন্দ কাতালানদের। কিন্তু ৮০ মিলিয়ন ক্যাশ দিয়ে তাকে কেনার সামর্থ্য বার্সার আছে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

কোচের ইতিবাচক ইঙ্গিত,
মাঠে ফেরার পথে নয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্কিইং করতে গিয়ে পা ভেঙেছিল মানুয়েল নয়ারের। পুরোপুরি সেরে ওঠার পর গত মাসে তিনি ফেরেন অনুশীলনে। এখন ম্যাচ খেলার অপেক্ষায় এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। বায়ার্ন মিউনিখ কোচ টমাস টুখেলও দিলেন ইতিবাচক ইঙ্গিত।

বুন্দেসলিগায় শনিবার ডার্মস্টাডের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন। এ ম্যাচ দিয়ে প্রায় ১০ মাস পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের সবুজে ফিরতে পারেন নয়ার। ৩৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষককে খেলানোর ব্যাপারে অবশ্য এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি টুখেল। ২৭ অক্টোবর তিনি জানান, সব দেখেশুনে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।

টুখেল বলেন, যদি অনুশীলনে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে নয়ার খেলবে। সে খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এবং আমরাও তাই। আমি নিশ্চিত, আরও অনেকে নয়ারের ফেরা নিয়ে রোমঞ্চিত।

বায়ার্নের হয়ে সবশেষ গত ১২ নভেম্বরে শালকের বিপক্ষে ম্যাচে খেলেছিলেন নয়ার। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি সবশেষ ম্যাচ খেলেন গত বছরের ১ ডিসেম্বর, বিশ্বকাপে জার্মানির হয়ে। কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় জার্মানরা। এরপর ছুটি কাটানোর সময় স্কিইং করতে গিয়ে নয়ারের পা ভেঙে যায়, করাতে হয় অস্ত্রোপচার।

বিশ্বকাপ ধামাকা

শান্ত মাথায় লঙ্কা জয় করল
দাপুটে আফগানরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বল হাতে দারুণ পারফর্মের পর ব্যাট হাতে দুর্দান্ত করেছে আফগানিস্তান। হাশমাতুল্লাহ শহিদী ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই'র ব্যাটিং দৃঢ়তায় শ্রীলঙ্কাকে ৭ ইউকেটে হারিয়েছে আফগানরা।

২৪২ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে শুরুতেই রাহমানুল্লাহ গুরবাজকে হারায় আফগানিস্তান। ০ রানে গুরবাজ ফিরলেও ইব্রাহিম জাদরানকে নিয়ে হাল ধরেন রহমত শাহ। তাদের ৭৩ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় আফগানরা।

জাদরানের বিদায়ের পর রহমত শহিদীর সাথে ৫৮ রানের জুটি গড়েন। রহমত সাজঘরে ফিরলে শক্ত হাতে দলের হাল ধরেন শহিদী ও ওমরজাই। তাদের শতক পেরোনো জুটির দৃঢ়তায় ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে সরে যেতে থাকে লঙ্কানরা।

শুরুতে ব্যাট করে ১০ উইকেট হারিয়ে ২৪১ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। আফগানদের হয়ে ফজলহক ফারুকী নিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

যুক্তরাষ্ট্রে যে পুরস্কারের
জন্য মনোনীত হলেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত জুলাইয়ে ফ্রান্সের ক্লাব পিএসজিকে বিদায় জানান লিওনেল মেসি। এরপর ইউরোপের পাট চুকিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এরপরই পুরোপুরি পাল্টে যায় মায়ামির চেহারা। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিরোপার মুখ দেখে তারা। পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছিলেন এলএমটেন। সেই টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও পেয়েছিলেন এই মহাতারকা।

এবার যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন মেসি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মাত্র ছয় ম্যাচ খেলেই এ পুরস্কারে জন্য মনোনীত হলেন তিনি। জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দিয়ে মাত্র ছয় ম্যাচে পারফর্ম করেই 'এমএলএস নিউকামার' বা এমএলএস নবাগত বর্ষসেরা পুরস্কারের চূড়ান্ত তিনে জায়গা করে নিয়েছেন আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক।

যদিও এমএলএসে তার দল ইন্টার মায়ামি প্লে অফে জায়গা করে নিতে পারেনি। তবে মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ১৪ ম্যাচ খেলে করেছেন ১১ গোল। যদিও মেসি তার ১১ গোলের ১০টিই করেছেন লিগ কাপে। এমএলএসে ছয় ম্যাচ খেলে মেসি করেছেন মাত্র এক গোল।

চলতি মৌসুমে মায়ামি প্লে অফে জায়গা না পাওয়ায় এবারের এমএলএস মৌসুম শেষ মেসির। ফলে আগামী চার মাসে ক্লাবের হয়ে শুধু দুটি প্রীতি ম্যাচই খেলবেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। ৩৬ বছর বয়সী মেসির সঙ্গে মনোনীত হয়েছেন সেইন্ট লুইসের এড়ুয়ার্ড লোয়েন এবং আটলান্টা ইউনাইটেডের জিওরগোস গিয়াকোমাকিস। এই দুই ফুটবলার খেলেছেন পুরো মৌসুম।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR